**জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার বিতরণী ও ডিজিটাল ব্যাংকিং উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা,  বুধবার, ৯ অক্টোবর ২০১৩, ২৪ আশ্বিন ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

কূটনীতিকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অধীনে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণী ও ডিজিটাল ব্যাংকিং-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য আজ একটি আনন্দের দিন। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের দারিদ্রের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াইয়ের আরেকটি সাফল্য অর্জনের দিন আজ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছিলেন। উপহার দিয়েছেন লাল সবুজের পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত।

কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে লড়াই তিনি শুরু করেছিলেন, তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। থামিয়ে দেয় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা। থেমে যায় দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন।

দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা দারিদ্র্য বিমোচন তথা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অনেকগুলো কর্মসূচি গ্রহণ করি।

এসব কর্মসূচির মধ্যে ‘একটি বাড়ি একটি খামার ছিল' অন্যতম। এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের প্রতিটি দরিদ্র পরিবাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে দারিদ্র্য দূর করা।

পরিতাপের বিষয়, ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে এই কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়। শুধু একটি বাড়ি একটি খামার নয়, এরকম অনেক জনকল্যাণমুখী প্রকল্প তারা বন্ধ করে দেয়। এমনকি মানুষের স্বাস্থ্যসেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোও তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। সাতটি বছর গ্রামের গরিব জনগণ এসব সেবা থেকে বঞ্চিত ছিল।

আমরা এবার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আবারও ‘‘একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প'' ও কমিউনিটি ক্লিনিকের ন্যায় সকল উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

সুধিবৃন্দ,

‘‘একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র মানুষের জন্য পূঁজি গঠন করে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের ৬০ জন দরিদ্র মানুষকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়। এদের ৪০ জনই মহিলা। তাঁরা বছরে সম্মিলিতভাবে সঞ্চয় করছেন সাড়ে ৪ লাখ টাকা। সরকার সমপরিমাণ উৎসাহ বোনাসের মাধ্যমে দু'বছরে এসব সমিতির তহবিল দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৯ লাখ টাকা।

ইতোমধ্যে দেশের ১৭ হাজার ৩০০ গ্রামের ১০ লাখ ৩৮ হাজার পরিবারকে ১ হাজার ৩৩২ কোটি টাকার তহবিল আমরা গঠন করে দিয়েছি।

সরকার এ টাকা আর কোনদিন ফেরত নিবে না। এটা তাঁদের স্থায়ী আমানত। পুরুষানুক্রমে তাঁরা এই অর্থের মালিক। এ অর্থ তাঁদের ব্যাংক হিসাবে জমা আছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার গড়া, হাঁস-মুরগী পালন, গবাদিপশু পালন বা নিজ নিজ বাড়িকে উৎপাদনের ইউনিটে পরিণত করার জন্য সদস্যরা এ তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারছেন। আবার কিস্তিতে ঋণের টাকা জমা দিতে পারেন।

তাঁদের এই টাকা যাতে কেউ আত্মসাৎ করতে না পারে, সেজন্য আমরা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক হবে গরিবের ব্যাংক। প্রতিটি উপজেলায় এ ব্যাংক গড়ে তোলা হবে। এ ব্যাংকের মালিক হবেন গ্রামের দরিদ্র জনগণ।

এ ব্যাংক থেকে যে মুনাফা আসবে তার পুরাটাই সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারবেন। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মূলধনের মাধ্যমে এ দেশের দরিদ্র মানুষের মূলধনের অভাব দূর হবে; সুদখোর মহাজন, এনজিও বা ব্যাংকের কাছে তাঁদের ধর্ণা দিতে হবে না। এটি গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

আপনারা জানেন, এনজিওগুলো থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে অনেক মানুষ সর্বশান্ত হচ্ছে। আমরা এ শোষণ থেকে দেশের দরিদ্র জনগণকে মুক্তি দিতে চাই।

তাই ঘরে ঘরে আজ সরকারি সহায়তায় পূঁজি গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ পূঁজি দিয়ে দরিদ্র মানুষ তাঁদের সামর্থ অনুযায়ী আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন।

এ প্রকল্প দেশের সকল ইউনিয়নের ৪০ হাজার ৫২৭টি গ্রামে বিস্তৃত করার প্রস্তাব আমরা সম্প্রতি একনেক সভায় অনুমোদন দিয়েছি। এতে ব্যয় হবে ৩ হাজার ১৬২ কোটি টাকা।

এ টাকার ৯০ ভাগ অর্থাৎ ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ২৫ লাখ পরিবারের ব্যাংক হিসাবে উৎসাহ সঞ্চয় ও ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে প্রদান করা হবে।

আগামী ২ বছর পর তাঁদের মোট মূলধন দাঁড়াবে ৩ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। আমি আবারও বলছি এ টাকার সম্পূর্ণ মালিক সদস্যরা।

আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়ালা এবং দেশের জনগণ আমাদের যদি আবারও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়, আমাদের পরিকল্পনা আছে, আগামী ৩ বছরে বাকী ৭৫ লাখ দরিদ্র পরিবারের জন্য অনুরূপ ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল গড়ে দেব। আগামী ৪/৫ বছরের মধ্যে আমরা দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমরা এ তহবিল থেকে টাকা লেনদেনের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করেছি। গরিব সদস্যদের ২০০ টাকা জমা দিতে এখন আর উপজেলায় বা জেলা শহরে ব্যাংকে যেতে হয় না। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইনে জমা টাকা দেন। সাথে সাথে মোবাইলে তাঁর একাউন্টে ২০০ টাকা জমা হওয়ার একটি মেসেজ আসে।

সরকার ২০০ টাকা বোনাস দিলেও সেটা বাড়িতে বসে মোবাইলে মেসেজ পাওয়া যায়। এমনকি ইউএনও ঋণ মঞ্জুর করেন অনলাইনে এবং সদস্যরা তা জেনে যান এসএমএস এর মাধ্যমে।

মোবাইল ফোনটা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে টাকা তুলে নিয়ে আসতে পারেন। এটাই ডিজিটাল বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত।

গ্রামের দরিদ্র মানুষের অনলাইন ব্যাংকিং করার সুযোগ সৃষ্টির নজির বিশ্বের কোথাও নেই। কিন্তু আমরা তা বান্তবায়ন করেছি।

ইতোমধ্যে ৯ লাখের অধিক পরিবার এ কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে। ১৭০ কোটি টাকা অনলাইনে লেনদেন হয়েছে। প্রতিটি মানুষের প্রতিটি টাকার হিসাব আজ অনলাইনে দেখা যায় এবং জানা যায়।

আজ আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা দরিদ্র মানুষকে ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার শুভ উদ্বোধন করছি। আমরা আশা করছি, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলায় অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করতে পারব।

প্রিয় সুধী,

আমাদের এসব গরীব-বান্ধব কর্মসূচির সুফল মানুষ পেতে শুরু করেছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বৈরি পরিবেশ সত্বেও আমরা গত সাড়ে চার বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে রাখতে পেরেছি।

দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২৬ শতাংশ হয়েছে। মাথা পিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪৪ ডলার হয়েছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা বিগত সাড়ে ৪ বছরে জাতীয় গ্রিডে অতিরক্তি প্রায় সাড়ে চার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করেছি। ২০০৯ সালের মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াটের স্থলে আজ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

সারাদেশে অসংখ্যা ছোটবড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায়।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার। আমরা জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আর অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে চাই না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। একটি আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাঙালি জাতি যাতে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করছি।

আসুন, আমরা সবাই দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার এই লড়াইয়ে যোগ দিয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আজকে যাঁরা পুরস্কার পেলেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।